



127946 - সহশিক্ষাভিত্তিকি প্রতষ্ঠানে পড়া ও পড়ানো

প্রশ্ন

আমি একটা সমস্যায় আছি; যটো নিয়ে খুব বেশি ভাবছি ও পরেশোনতিে আছি। প্রায় দুই মাস আগে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। বর্তমানে আমি ইংলিশ টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে আছি। আমি যে শাখায় পড়ছি সেখানে নরনারীর মশ্রিন বদ্যমান; ১৫ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী। তারপর আমাকে আমাদরে দেশে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনে এক প্রতষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে। এই উচ্চমাধ্যমিক প্রতষ্ঠানগুলো সহশিক্ষা ভিত্তিকি। আসলে যে বিষয়টি আমাকে পরেশোন করে তুলছে তা হলো আমি জানি যে, সহশিক্ষা হারাম এবং পুরুষ ব্যক্তি দৃষ্টি অবনত রাখতে আদর্শিট। কিন্তু আমি মনে মনে বলি, আমাদরে দেশেটা অন্যান্য ইসলামী দেশে মত নয়। আমাদরে দেশে দ্বীনদার ও দ্বীনরে উপর অবচিল ব্যক্তিদিরে উচতি এই সকল পদে প্রতযিোগতি করা; যাতে করে বদিতী ও পাপপ্রবণ লোকদরে সামনে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া যায়। আমি এখনও জানি না আমি যে কাজটা করছি সটোর জন্য নকী পাচ্ছি; নাকি শয়তান আমার কাছে এ কাজটাকে আকর্ষণীয় করে তুলছে আর আমাকে বুঝ দিচ্ছে যে আমি দাওয়াতরে প্রচার, মুসলমিদরে কল্যাণ সাধন এবং বশিুদ্ধ আকীদা ও নশিকলুষ পদ্ধতির দিকে আহ্বানে আগ্রহী। আমি পূর্ণ আস্থাশীল যে বেগোনা পুরুষরে জন্য একজন নারীকে পর্দা ছাড়া পড়ানো জায়যে নহে। কিন্তু এখানে আমার চাকুরী করাটা কি জরুরী নয়? যহেতে সকেযুলাররো ও তাসাউফপন্থীরা এবং অন্যরো আমাদরে দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রগুলো দখল করে আছে?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

বর্তমান যুগে মুসলমিরা যে সকল বিষয়রে পরীক্ষায় পড়ছে তার মধ্যে অন্যতম হল বশিববদিয়ালয়, হাসপাতাল, অধিকাংশ পাবলিক প্রতষ্ঠান ও সরকারী চাকুরিগুলোতে নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো ছড়িয়ে পড়া।

ইতঃপূর্বে 1200 নং প্রশ্নোত্তরে নর-নারীর অবাধ মলোমশো হারাম হওয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট অনশিটগুলোর ববিরণ দেয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে একজন মুসলমিরে কর্তব্য হলো নরনারীর মশ্রিনযুক্ত প্রতষ্ঠানগুলোতে পড়ালখো ও চাকুরী করা এড়িয়ে চলা।

কিন্তু যে সকল দেশে অধবাসীরা জীবনরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরনারীর মশ্রিনরে পরীক্ষার শকার; বশিষেতঃ শিক্ষা প্রতষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে ও চাকুরীস্থলে; যার ফলে একজন মুসলমিরে জন্য এর থেকে দূরে থাকা খুব কঠনি হয়ে পড়ছে; তাদরে



জন্য এমন ছাড় দেওয়া যাবে যটো অন্যদেরকে দেওয়া যাবে না। যাদেরকে আল্লাহ এ সব বিষয় থেকে হফোজত করছেন।

উক্ত ছাড়েরে ভিত্তি একটি ফকিহী কায়দো। তা হলো: “হারামেরে পথ রোধকরণ হিসেবে যা হারাম প্রয়োজন ও বৃহত্তর স্বার্থে সটে বৈধতা পায়”।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “গটো শরীয়ত এই ভিত্তির উপর প্রতর্ষিঠতি য়ে, হারামেরে দাবি রাখ্ে এমন অনর্ষিটরে সাথে যদা বৃহত্তর প্রয়োজন সাংঘর্ষকি হয়; সটো উক্ত হারামকে বৈধতা প্রদান করে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৯)]

তনি আরটো বলেন: “যা কছি হারামেরে পথ রোধকরণ শ্রণীয় তা থেকে বারণ করা হব্ে যখন এর প্রয়োজন না থাক্ে। আর যদা এটী ছাড়া কল্যাণেরে স্বার্থ অর্জন করা না যায় তাহলে এর থেকে বারণ করা হব্ে না”।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২১৪)]

ইবনুল কাইয়ামি বলেন: “হারামেরে পথ রোধকরণ হিসেবে যা হারাম করা হয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে সটোকে বৈধতা দেওয়া হয়। যমেন: রবাল ফাদল (বৃদ্ধগিত সুদ) থাকা সত্বেও ‘আরায়ী’-কে বৈধ করা হয়েছে। যমেন: ফজরেরে ও আসরেরে পরে নর্ষিধোজ্এগা থাকা সত্বেও হত্েযুক্ত নামাযগুলোকে বৈধতা দয়ো হয়েছে। যমেন: হারাম দর্শনেরে মধ্য থেকে বয়িরে প্রস্তাবকারী, ডাক্তার ও লনেদনেকারীর দখোকে বৈধতা দয়ো হয়েছে। যমেন: নারীদরে সাথে সাদৃশ্যগ্রহণ রোধকল্পে পুরুষেরে ওপর স্বর্গ ও রশেমেরে কাপড় পরাকে হারাম করা হয়েছে; য্ে সাদৃশ্যগ্রহণকারীকে লানত করা হয়েছে। তদুপরী প্রয়োজনরে পরপিরক্েষতিে সগুলো বৈধ করা হয়।”[ইলামুল মুওয়াক্কিন (২/১৬১)]

শাইখ ইবন উছাইমীন বলেন: “(হারামেরে) মাধ্যম হিসেবে যা হারাম প্রয়োজনরে প্রক্েষতিে সটে জায়্ে।”[মানযুমাতী উসূললি ফকিহ (পূ-৬৭)]

আমাদরে কাছ্ে অগ্রগণ্য মনে হচ্ছ্ে; আর আল্লাহই সর্বজ্এঃ এ ধরণরে দশেগুলোতে যখনে এই সমস্যাটী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে স্ে সব দশেরে অধবাসীর জন্য নরনারীর মশ্রিন থাকা সত্বেও পড়ালখো ও চাকুরী করার ক্ষত্েরে ছাড় দয়ো হব্ে; য্ে ছাড়টো অন্যদেরকে দয়ো হব্ে না যমেনটী ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ছাড় কয়কেটী শ্রতসাপক্েষ; সগুলো হলো:

প্রথমত: ব্যক্তি শুরুতে সাধ্যমত এমন স্থান অনুসন্ধান করা যখনে নরনারীর মশ্রিন নহ্ে।

দ্বিতীয়ত: শরয়ী হুকুমগুলো মনে চলা তথা দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কাজ বা পড়ালখোর প্রয়োজনরে অতিরিক্ত কথাবার্তা না বলা।

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্এসে করা হয়েছিল এমন এক যুবক সম্পর্কে য্ে নরনারীর মশ্রিন বহীন শক্ষা প্রতর্ষিঠান পায়না?



তিনি বলেন: “আপনাকে অবশ্যই এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে হবে যেখানে এই অবস্থা নই। যদি এই অবস্থার বাহিরে কোনো প্রতিষ্ঠান না পান; অথচ আপনার পড়াশোনা করা প্রয়োজন; তাহলে আপনি পড়বেন; কিন্তু সাধ্যমত অশ্লীলতা ও ফতিনা থেকে দূরে থাকবেন। সটো এভাবে যে, আপনার চোখকে অবনত রাখবেন এবং জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবেন। নারীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের কাছ দিয়ে যাবেন না।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব (১/১০৩), (১৩/১২৭)]

তৃতীয়ত: যদি কোন মানুষ অনুভব করে সে হারামের দিকে ঝুঁকছে এবং তার সাথে থাকা নারীদের ফতিনায় পড়ছে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দ্বীনদাররি নিরাপত্তা অন্য সব স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাবে। তখন অবশ্যই তাকে এই স্থান ছাড়তে হবে। আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন।

আরও বিস্তারিত জানতে 69859 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।